পিতার হক

15-April-2021

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। **ফতোওয়ায়ে শামীতে** বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী, হযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ بَلَغَتْنِي صَلَاتُهُ. وَصَلَّيْتُ عَلَيْهِ. وَكُتِبَتْ لَهُ سِوٰى ذٰلِكَ عَشْرُ حَسَنَاتٍ অর্থাৎ যে ব্যক্তি **আমার** প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার দরূদ আমার নিকট পৌঁছে যায়,

আমি তার জন্য ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করি আর এছাড়াও তার জন্য দশটি নেকী লিখে দেয়া হয়। (মু'জামু আওসাত, মিন ইসমে আহমদ, ১/৪৪৬, নম্বর ১৬৪২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। (জামেয়ে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস ১২৮৪) **হে আশিকানে রাসূল!** প্রতিটি কাজের পূর্বে ভাল ভাল নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভাল নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভাল ভাল নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলম শিখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালিন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের নিকট পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সবচেয়ে বেশি দূর্ভাগা ও নেককার কে?

"মাসিক ফয়যানে মদীনা"য় রয়েছে: এক আরবী ব্যক্তির বর্ণনা: আমি আমার বসতী থেকে এই উদ্দেশ্যে বের হলাম যে, জেনে নিবো মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দূর্ভাগা আর নেককার কে? অতএব আমি এমন এক বৃদ্ধের নিকট দিয়ে গেলাম, যার গর্দানে রশি বাধা ছিলো, যার সাথে একটি বড় বালতিও বাধা ছিলো। এক যুবক সেই লোককে চাবুক দিয়ে মারছিলো। আমি সেই যুবককে বললাম: এই বৃদ্ধ ও দূর্বল লোকটির ব্যাপারে তোমার কি **আল্লাহ পাকের** ভয় নেই? তার গর্দানে আগে থেকেই একটি রশি আর বালতি ঝুলে আছে, যার কারণে সে পেরেশান, এরপরও তুমি তাকে চাবুক দিয়ে আঘাত করছো! যুবকটি বললো: আরো জেনে নিন

www.dawateislami.net

যে, "সে আমার বাবাও!" আমি বললাম: **আল্লাহ পাক** তোমাকে কোন মঙ্গল না করুন! (কেউ কি নিজের বাবার সাথেও এরূপ অত্যাচার মুলক ব্যবহার করে?) যুবকটি বললো: "চুপ থাকুন! আপনি কি জানেন! সেও তার পিতার সাথে এমনই ব্যবহার করতো আর তার বাবাও নিজের বাবার (অর্থাৎ তার দাদা) সাথে এমনই ব্যবহার করতো!" আমি এই দৃশ্য দেখার পর বললাম: এই বৃদ্ধ লোকটি সবচেয়ে বেশি "দূর্ভাগা"।

অতঃপর আমি সামনে এগিয়ে গেলাম, এক পর্যায়ে এক যুবকের নিকট পৌঁছলাম, যার গলায় খেজুরের পাতা দ্বারা নির্মিত একটি টুকড়ি ছিলো এবং এতে বচ্চার মতো দূর্বল একটি বৃদ্ধ লোক ছিলো। সেই যুবক সর্বদা তাকে সাথে রাখতো আর ছোট বাচ্চার মতো তার দেখাশুনা করতো। আমি বললাম: এটা কি ব্যাপার? সে উত্তর দিলো: "ইনি আমার বাবা, যিনি তাঁর জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন, আমি তাঁর দেখাশুনা করছি!" আমি বললাম: এই যুবকই সবচেয়ে বেশি "নেককার"। (আল মাহাসিনুল মাসাবিহ, ১/২৩৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা থেকে জানতে পারলাম! পিতার সাথে সদাচরণ করা লোকেরা সবচেয়ে বেশি "নেককার" আর অসদাচরণকারী সবচেয়ে বেশি "দূর্ভাগা"। **আল্লাহ পাকের** আশ্রয়! এতে কোন সন্দেহ নেই যে, পিতামাতার সাথে খারাপ আচরনকারীর জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে ধ্বংসই ধ্বংস। অতএব প্রত্যেকের উচিৎ নিজের পিতামাতার সাথে সদাচরন করা এবং তাঁদের আনুগত্য করতে থাকা, তাঁদের দেয়া সকল জায়িয কাজ সাথে সাথে করে নেয়া উচিৎ। হ্যাঁ! যদি তাঁরা শরীয়াতের বিরোধী কোন আদেশ দেয় তবে তাতে তাঁদের আনুগত্য

করবে না, কেননা হাদীসে পাকে রয়েছে: **আল্লাহ পাকের** অবাধ্যতায় কারো আনুগত্য (জায়িয) নয়।

(মুসলিম, কিতাবুল আমারত, ৭৮৯ পৃষ্ঠা, হাদীস ৪৭৬৫) (মাসিক ফয়যানে মদীনা, ফেব্রুয়ারী, ২০১৮ইং, ১ম পৃষ্ঠা)

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: পিতামাতা যদি গুনাহ করে তবে তাঁদেরকে নম্র ও আদব সহকারে অনুরোধ করবে, যদি মানে তবে ভাল, অন্যথায় কঠোরতা অবলম্বন করতে পারবে না বরং তাঁদের জন্য দোয়া করবে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৫/২০৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রসিদ্ধ প্রবাদ হলো: **"যেমন কর্ম তেমন ফল"** আজ যদি আমরা আমাদের পিতামাতার সাথে অপছন্দনীয় ব্যবহার করি তবে হয়তো কাল আমাদের সন্তানও আমাদের সাথে এরূপ আচরণ করবে।

যেমন কর্ম তেমন ফল

হাদীসে পাকে রয়েছে: كَمَا تَدِيْنُ تُدَانُ অর্থাৎ যেমন করবে তেমন ফল ভোগ করবে। (মুসান্নিফ আব্দুর রাযযাক, কিতাবুল জা'মেয়ে, ১০/১৮৯, হাদীস ২০৪৩০)

হযরত আল্লামা আব্দুর রউফ মানাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় লিখেন: অর্থাৎ যেমন কাজ করবে তেমনই এর প্রতিদান পাবে, যা তুমি কারো সাথে করবে তেমনই তোমার সাথে হবে।

(আত তায়সির বিশরহিল জা'মেয়ে সগীর, ২/২২২)

আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: নির্বোধ, অবাধ্য ও অবুঝরা যখন শক্তি ও সামর্থ্য অর্জন করে নেয় তখন বৃদ্ধ পিতার উপরই জোর খাটিয়ে থাকে আর তার

আদেশের বিরুদ্ধাচারন করে থাকে, দ্রুতই দেখা যাবে যে, যখন নিজে বৃদ্ধ হবে তখন নিজের কৃত প্রতিদান নিজের হাতেই চেকে দেখবে, যেমন কর্ম তেমন ফল ভোগ করবে এবং আখিরাতের আযাব কঠিন এবং সর্বদা স্থায়ী। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৪/৪২৪)**

মনে রাখবেন! এই ফিতনা ফ্যাসাদের যুগেও যেমন পিতামাতার সাথে সদাচরনকারী বিদ্যমান তেমনি অসদাচরনকারীও কম নয়।

সম্পত্তি না পাওয়ায় সন্তান পিতার সাথে কিরূপ আচরণ করলো?

এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারাংশ: আমি জুমার নামায পড়ে যখন মসজিদ থেকে বের হলাম, তখন দেখলাম যে, লোক জমা হয়ে গেছে এবং একজন যুবক এক বৃদ্ধকে মারছে আর সেই বৃদ্ধ ছিলো ঐ যুবকের পিতা। প্রকাশ হলো যে, সম্পদ ও সম্পত্তিতে অংশ না পাওয়াতে এই নির্বোধ ছেলে মেরে মেরে পিতাকে রক্তাক্ত করে দিয়েছে।

আফসোস! নিজের সারা জীবনের খুশি ও চাহিদাকে সন্তানের খুশি ও চাহিদা পূরণের জন্য উৎসর্গ করে জীবন ধারনকারী "পিতা" যখন বার্ধক্য অবস্থায় নিজের সন্তানের মমতা ও সদাচরণে আকাঙ্ক্ষী হয়ে যায় তখন সে প্রতোত্তরে কঠোরতা, বিদ্রুপ অতঃপর Old House এর উপহার পায়। যাদের পিতামাতা জীবিত আছে, তাদের নিকট আকুল আবেদন হলো যে, তারা যেনো আনন্দচিত্তে নিজের পিতামাতার খেদমত করে এবং তাঁদের আদব ও সম্মান করে জান্নাতের অধিকারী হয়।

(মাসিক ফয়যানে মদীনা, ফেব্রুয়ারী ২০১৮ইং, ১ম পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! পিতামাতার সাথে সদাচরন করার নির্দেশ কোরআনে করীম ও হাদীসে মুবারাকায় বর্ণিত হয়েছে।

পারা **১৫** সূরা বনী ইসরাঈলের ২৩ ও ২৪ নম্বর আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّاۤ اِیَّاهُ وَبِالْوَالِدَیْنِ اِحْسَانًاؕ اِمَّا یَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَاۤ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَاۤ اُفٍّ وَّ لَا تَنْهَرْهُمَا وَ قُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِیْمًا ﴿۲۳﴾ وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّیٰنِیْ صَغِیْرًا ﴿۲۴﴾

(পারা ১৫, বনী ইসরাইল, আয়াত ২৩, ২৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর আপনার **রব** নির্দেশ দিয়েছেন যেন (তোমরা) **তিনি** ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না করো এবং যেন মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করো। যদি তোমার সামনে তাদের মধ্যে একজন কিংবা উভয়ে বার্ধক্যে উপনীত হয়ে যায় তবে তাদেরকে 'উহ্' বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না আর তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বলবে এবং তাদের জন্য নম্রতার বাহু বিছাও কোমল হৃদয়ে; আর আরয করো, 'হে **আমার রব**! তুমি তাদের উভয়ের উপর দয়া করো যেভাবে তারা উভয়ে আমাকে শৈশবে প্রতিপালন করেছেন'।

হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়দ মুফতী মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াতে মুবারাকার আলোকে বলেন: (যখন পিতামাতার উপর) দূর্বলতা প্রভাব বিস্তার করে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গে শক্তি থাকে না এবং যেমন তুমি শৈশবে তাঁদের নিকট শক্তিহীন ছিলে তেমনিভাবে তাঁরা শেষ বয়সে তোমার নিকট শক্তিহীন (দূর্বল) হয়ে যায়। (তবে) এমন কোন শব্দ মুখ থেকে বের করোনা, যা থেকে এটা বুঝা যায় যে, তাঁদের

www.dawateislami.net

কারণে তুমি কিছুটা বিরক্তবোধ (বোঝা অনুভব) করছো। সুন্দর শালীনতা সহকারে তাঁদেরকে সম্বোধন করবে, পিতামাতাকে তাঁদের নাম ধরে ডাকবেনা, কেননা তা আদবের পরিপন্থি আর এতে তাঁদের মনে কষ্ট হয়, পিতামাতার সাথে এভাবে কথা বলো যেনো গোলাম ও খাদেম তাদের মুনিবের সাথে করে থাকে। (পিতামাতার সাথে) খবুই নম্রতা ও বিনয় সহকারে আচরণ করো এবং তাদের সাথে ক্লান্তির সময় (বার্ধক্যে) মমতা ও ভালবাসূচক ব্যবহার করো, কেননা তাঁরা তোমার অক্ষমতার (শৈশবে) সময় তোমাকে ভালবাসা ও স্নেহ দ্বারা প্রতিপালন করেছে আর যা কিছু তাঁদের প্রয়োজন হয় তা তাঁদের জন্য ব্যয় করতে কার্পণ্য করোনা। মোটকথা হলো, পৃথিবীতে উত্তম আচরণ ও সেবার মধ্যে যতই অতিশয়তা করা হোক না কেন; কিন্তু পিতামাতার প্রতি কর্তব্য যথাযতভাবে আদায় হবে না। এ কারণেই বান্দার উচিৎ, আল্লাহর দরবারে তাঁদের উপর অনুগ্রহ ও দয়া করার জন্য প্রার্থনা করে আর এরূপ আরয করা: "হে **প্রতিপালক!** আমার সেবা তো তাঁদের অনুগ্রহের প্রতিদান হতে পারে না; তুমিই তাঁদের উপর দয়া করো যেনো তা তাঁদের অনুগ্রহের বিনিময় হয়।"

(খাযায়িনুল ইরফান, ১৫তম পারা, সূরা বনী ইসরাইল, ২৩ ও ২৪ নং আয়াতের পাদটিকা, ৫১৬ পৃষ্ঠা)

হে আশিকানে রাসূল! আসুন! এবার হাদীসে মুবারাকার আলোকে পিতার শান ও পিতার সাথে সদাচরণ করার গুরুত্ব সম্বলিত **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৬টি বাণী শ্রবণ করি:

১. ইরশাদ হচ্ছে: পিতা জান্নাতের দরজাগুলোর মাঝে মধ্যবর্তি দরজা, ব্যস যদি তুমি চাও তবে দরজা নষ্ট করে দাও বা তা সংরক্ষন করো।

(তিরমিযী, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, ৩/৩৫৯, হাদীস ১৯০৬)

www.dawateislami.net

২. ইরশাদ হচ্ছে: মানুষের তার পিতাকে গালি দেয়া কবীরা গুনাহের অন্তর্ভূক্ত। সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! কোন মানুষ কি নিজের পিতামাতাকে গালি দিতে পারে? ইরশাদ করলেন: "হ্যাঁ! (এভাবে যে,) মানুষ অন্য লোকের পিতাকে গালি দিলো তবে অন্যরাও তার পিতাকে গালি দেয়, সে তাদের মাকে গালি দেয় আর তারা তার মাকে গালি দেয়। (মুসলিম, ৬০ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৬৩) হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه বলেন: "সাহাবায়ে কিরাম (عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان) যাঁরা আরবের জাহেলিয়্যতের যুগ দেখেছেন, তাঁরাও এটা বুঝতে পারলো না যে, নিজের পিতামাতাকে কি কেউ গালি দেয় অর্থ্যাৎ এই ব্যাপারটি তাঁদের বোধগম্য ছিলো না। হুযুর (صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করলেন: উদ্দেশ্য হলো অন্যকে দিয়ে গালি দেওয়ানো আর এখন ঐ যুগ এসেছে যে, অনেকে নিজেই নিজের পিতামাতাকে গালি দেয় এবং কোন তোয়াক্কাও করে না। (বাহারে শরীয়াত, ১৬তম অংশ, ৩/৫৫২)

৩. ইরশাদ হচ্ছে: **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টির মাঝেই নিহিত আর **আল্লাহ পাকে**র অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টির মাঝেই নিহিত।

(তিরমিযী, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, ৩/৩৬০, হাদীস ১৯০৭)

৪. ইরশাদ হচ্ছে: **আল্লাহ পাকে**র আনুগত্য পিতামাতার আনুগত্যের মাঝেই রয়েছে আর **আল্লাহ পাকে**র অবাধ্যতা পিতামাতার অবাধ্যতায় মাঝেই রয়েছে। (মু'জামু আওসাত, ১/৬১৪, হাদীস ২২৫৫)

৫. ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তি নিজের পিতামাতা বা তাঁদের মধ্যে কোন একজনকে পেলো আর তাঁর সাথে সদাচরন করলো না, তবে সে

জাহান্নামে প্রবেশ করবে, **আল্লাহ পাকের** রহমত থেকে দূরে এবং **আল্লাহ পাকের** গযবের অধিকারী হলো। (মু'জামু কবীর, ১২/৬৬, হাদীস ১২৫৫১)

৬. ইরশাদ হচ্ছে: সন্তান (নিজের) পিতার হক আদায় করতে পারবে না, এমনকি সন্তান তার পিতাকে গোলাম অবস্থায় পেলো আর তাকে কিনে আযাদ করে দিলো। (মুসলিম, কিতাবুল আতিক, ৬২৪ পৃষ্ঠা, হাদীস ৩৭৯৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই হাদীসে পাকে পিতার মহান হক বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য, এটা উদ্দেশ্য নয় যে, যদি কেউ নিজের গোলাম পিতাকে কিনে তাকে আযাদ করে তবেও সে তার পিতার হক আদায় করে দিলো।

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: উদ্দেশ্য হলো, সন্তান পিতার যতই খেদমত করুক কিন্তু তাঁর হক আদায় করতে পারবে না। (মিরাতুল মানাজিহ, ৫/১৮৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নৌকা প্রস্তুতকারী কিভাবে ধ্বংস হলো?

কোন এক শহরে এক কাঠ মিস্ত্রি থাকতো, সে প্রতিদিন এক দিরহাম পেতো, অর্ধেক দিরহাম নিজের পিতা, স্ত্রী এবং সন্তানদের জন্য খরচ করতো আর অর্ধেক দিরহাম জমিয়ে রাখতো। অনেকদিন ধরে এভাবে কাজকর্ম করে ভালভাবে জীবন অতিবাহিত করে আসছিলো। একদিন সে তার জমাকৃত টাকা গনা করলে তাতে ১০০ দিনারের চেয়েও কিছু বেশি পেলো। সে বললো: আমি তো নিজের এই কাজ করার পরও

ক্ষতিতে রয়েছি, যদি আমি নৌকা বানাতাম আর সমুদ্রে ব্যবসা করতাম তবে আজ অনেক ধনী হতাম। যখন সে নিজের ইচ্ছা তার পিতাকে বললো তখন তিনি বললেন: "হে আমার সন্তান! এই কাজ করো না, কেননা আমাকে এক জোতিষ্ক তোমার জন্মের পূর্বে বলেছিলো যে, তুমি সমুদ্রে ডুবে মারা যাবে।" (মনে রাখবেন! পিতা সন্তানের ভালবাসায় জোতিষ্কের কথামতো সন্তানকে সামুদ্রিক ব্যবসার জন্য বাধা দিয়েছে হয়তো, এটাও হতে পারে যে, জোতিষ্ক পূর্বে নৌকা এবং নৌকায় বিদ্যমান মানুষকে নিজের চোখে ডুবতে দেখেছে, এই কারণে পিতা জোতিষ্কের কথা মেনে নিয়ে নিজের সন্তানকে সামুদ্রিক ব্যবসার জন্য বাধা দিয়েছে, অন্যথায় বুদ্ধিমান মুসলমান কখনোই জোতিষ্কের কথা একেবারেই বিশ্বাস করে না, কেননা শরয়ীভাবে জোতিষ্কের কথা গ্রহনযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য নয় আর এর উপর ভরসাও করা যাবে না, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেঈন رِضْوَانُ اللهِ عَنْهُمْ اَجْمَعِيْن ও সালফ ও সালেহীনরা رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن এর উপর আমল করতেন না এবং বিশ্বাসও করতেন না। (আশিয়াতুল লুমআত, কিতাবুস সাওম, ২/৮২)) সন্তান বললো: সে কি এটাও বলেছে যে, আমি সম্পদ পাবো? পিতা বললো: কেন নয়! এই কারণেই তো তোমার ব্যবসা করা নিষেধ আর তোমার জন্য এমন কাজের সন্ধান করেছি, যা তুমি প্রতিদিন করছো। সন্তান বললো: ভবিষ্যত বাণী কারীর কথা অনুযায়ী যদি আমি সম্পদ পাই তবে তা এই অবস্থাতেই সম্ভব, যখন আমি সমুদ্রিক ব্যবসা করবো। পিতা বললো: আমার সন্তান! এরূপ করো না! আমার ভয় হয় যে, তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে। সন্তান বললো: আমি সম্পদ অবশ্যই অর্জন করবো এবং যদি আমি ভালভাবে জীবিত থাকি তবে সম্পদ পাবো, তবে যদি মারা যাই তবে আমার

www.dawateislami.net

সন্তানদের জন্য অনেক জিনিস রেখে যাবো। পিতা বললো: হে আমার সন্তান! সন্তানদের জন্য নিজের জীবনকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেওনা। সন্তান বললো: **আল্লাহ পাকে**র শপথ! আমি নিজের মতকে কখনোই পরিবর্তন করবো না। অতএব সন্তান নৌকা তৈরী করে সাজালো অতঃপর তাতে বিভিন্ন ব্যবসায়িক পণ্য রেখে এক বছরের জন্য সফরে যাত্রা করলো। এক বছর পর যখন ফিরে এলো তখন তার নিকট একশত (১০০) কানতার (প্রায় সোয়া সের) স্বর্ণের সমান টাকা বিদ্যমান ছিলো। সন্তানকে দেখে পিতা **আল্লাহ পাকে**র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলো এবং তার নিয়ে আসা ধণ ভান্ডারের প্রশংসা করে বললো: হে আমার সন্তান! আমি **আল্লাহ পাকে**র দরবারে মান্নত করেছিলাম যে, যদি তিনি তোমাকে নিরাপদ ভাবে ফিরিয়ে আনে তবে আমি তোমার নৌকায় আগুন জ্বালিয়ে দিবো। সন্তান বললো: হে আমার আব্বাজান! আপনি আমার ধ্বংস এবং আমার ঘর ধ্বংস করার ইচ্ছা করে নিয়েছেন। পিতা বললো: হে আমার সন্তান! আমি ইচ্ছা তোমার জীবন এবং তোমার ঘরের নিরাপত্তার জন্য করেছি। অবস্থা সম্পর্কে আমি তোমার চেয়ে বেশি অবগত রয়েছি, আমি দেখছি যে, **আল্লাহ পাক** তোমাকে প্রশস্ততা দিয়েছেন, এখন তোমার উচিৎ যে, তাঁর সন্তুষ্টিমূলক কাজ করা এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা যে, তোমাকে যুগের সম্পদশালী ব্যক্তি বানিয়ে দিয়েছেন আর **আল্লাহ পাকে**র নির্দেশে মুখাপেক্ষীতা থেকে নিরাপত্তা পেয়ে গেছো। আমি তোমার শরীরের নিরাপত্তা চাই, আমার আর কোন উদ্দেশ্য নেই। তুমি আমার কথা মেনে নাও।

সন্তান বললো: আমি কয়েক দিনের জন্য সফরে যাবো এবং দ্রুত অনেক লাভ নিয়ে ফিরে এসে যাবো। অতএব সন্তান আবারো সফরে যাত্রা

www.dawateislami.net

করলো। যখন ফিরে এলো তখন তার নিকট পূর্বের চেয়ে কয়েকগুণ সম্পদ ছিলো। সে পিতাকে বললো: যদি আমি তোমার কথা মেনে নিতাম তবে কি আজ আমি এত সম্পদশালী হতাম? পিতা বললো: আমার সন্তান! আমি দেখছি যে, তুমি অন্যজনের জন্য পরিশ্রম করে যাচ্ছে, যদি তুমি জানতে এবং সত্যকে উপলব্ধি করতে তবে আকাঙ্ক্ষা করতে যে, যদি আমার ও আমার এই সম্পদের স্বাদের মাঝে পশ্চিমের পাহাড়ের সমান দূরত্ব হতো। সন্তান বললো: হে আব্বাজান! আপনি একজন জোতিষ্কের কথার কারণে দোয়া করেছিলেন। আমি আশা করি যে, তার এই কথা "আমি সম্পদ অর্জন করবো" সঠিক আর এই কথাটি সঠিক নয় যে, "আমি ডুবে মরবো", একথা বলে সে আরেকটি নৌকা বানানের আদেশ দিলো।

সে ৪০দিন অবস্থান করলো, এক পর্যায়ে সামুদ্রিক সফরের প্রস্তুতি নিলো, তার পিতা তাকে বললো: আমার সন্তান! এবারও মিনতী করে তোমাকে আটকাতে পারবো না, কেননা আমি এমন নিদর্শন দেখেছি যে, যার কারণে আমার নিকট জোতিষ্কের কথা সত্য হয়ে গেলো। এতটুকু বলে বিদায়ের সময় বৃদ্ধের চোখের অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগলো। সন্তান বললো: হে আব্বাজান! **আল্লাহ পাক** আমাকে তোমার প্রতি ফিদা করুক! শুধু এবার ধৈর্য ধারন করে নিন! **আল্লাহ পাকের** শপথ! যদি **আল্লাহ পাক** আমাকে নিরাপত্তার সহকারে ফিরিয়ে নিয়ে আসে তবে সারা জীবন আর কখনো সামুদ্রিক সফর করবো না। বৃদ্ধ পিতা বললো: হে আমার সন্তান! আল্লাহর শপথ! আজ আমার বিশ্বাস হয়ে গেছে যে, তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহর শপথ! এবার তুমি ফিরে আসবে না, এমনটি সূর্য পশ্চিমে উদিত হয়ে যাবে। বৃদ্ধ পিতা তাকে অনেক মিনতী করলো এবং অনেক

www.dawateislami.net

কেঁদে কেঁদে বুঝালো কিন্তু সে তার বৃদ্ধ পিতার কথা শুনলো না আর উভয় নৌকা নিয়ে সফরে রওয়ানা হয়ে গেলো। যখন তারা মাঝ সাগরে পৌঁছলো তখন প্রচন্ড ঝড় এসে গেলো এবং উভয় নৌকা পরস্পর ধাক্কা লেগে ভেঙ্গে ডুবে গেলো। ডুবার সময় ব্যবাসায়ী জোতিষ্কের ভবিষ্যত বাণী স্মরণ করলো এবং নিজের পিতার অবাধ্যতার জন্য আফসোস করতে লাগলো, অতঃপর সে ও তার সমস্ত সাথী সমুদ্রে ডুবে মারা গেলো। কয়েকদিন পর তার ইন্তিকালের সংবাদ তার বৃদ্ধ পিতা পেলো তখন সে ধৈর্য ধারন করলো এবং সন্তানের মৃত্যুর শোক নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিলো। (উয়ুনুল হিকায়াত, ২/৪৪১-৪৪৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত ঘটনায় শিক্ষা ও উপদেশের অসংখ্য পয়েন্ট বিদ্যমান, যেমন; ☛ অল্পেতুষ্টিতা অনেক বড় দৌলত, যার নিকট এই দৌলত থাকে, সে আন্তরিক ভাবে সন্তুষ্ট থাকে। ☛ লোভে পরে মানুষ নিজের সব কিছুই নষ্ট করে দেয়। ☛ যা ভাবা হয় তা করে বসে, চাই সে ধ্বংস হয়ে যাক। ☛ পিতা সর্বদা সন্তানের উন্নতি চায় এবং সন্তান লাভবান হওয়াতে খুশি হয়। ☛ তার মুখ থেকে বের হওয়া কথা পূরণ হয়েই থাকে। ☛ নিজের সন্তানকে নেকীর দাওয়াত ও আখিরাতের ভাবনা প্রদান করে। ☛ অবস্থাদী সম্পর্কে সন্তানের চেয়ে বেশি বুঝে। ☛ তাকে ধ্বংসের জায়গায় যাওয়া থেকে বাঁচায়। ☛ সন্তানের বিচ্ছেদে কান্না করে। ☛ সর্বদা তাদের জন্য মঙ্গল কামনা করে এবং দোয়া করে। ☛ পিতার অবাধ্যতা করে সন্তানের কখনো সুখ নসীব হয়না। ☛ ধ্বংস অবাধ্য সন্তানের তাকদীর হয়ে যায়, এমনকি

তাকে মৃত্যুর মুখে নিয়ে যায়। অতঃপর আফসোস করা ব্যতীত আর কিছুই করার থাকে না। অতএব সন্তানের উচিৎ, সে যেনো লোভের চক্করে পিতার উপদেশকে অবহেলা না করে, ☞ তাঁদের সমবেদনাকে ভূলে না যায়, ☞ তাঁদের অনুগ্রহকে স্মরণ রাখে, ☞ তাঁদের একা হতে না দেয়া, ☞ তাঁদের মনে কষ্ট না দেয়া, ☞ তাঁদের থেকে দোয়া নেয়া, ☞ তাঁদেরকে অসন্তুষ্ট না করা, ☞ তাঁরা যে কাজ নিষেধ করে সেই কাজ না করা, তবে শর্ত হলো তা যেনো শরীয়াত বিরোধী না হয়, ☞ এসম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর **"সামুদ্রিক গম্বুজ"** পুস্তিকাটি অধ্যয়ন করুন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه নেক আমল পুস্তিকায় রীতিমতো সাপ্তাহিক পুস্তিকা পাঠ করা সম্বলিত একটি প্রশ্নও অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। নেক আমল নম্বর ৬৩ হলো: **এবারের সাপ্তাহিক পুস্তিকা কি পাঠ করে বা শুনে নিয়েছেন?**

দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকাও সন্তানকে পিতামাতার গুরুত্ব সম্পর্কে জ্ঞানদান করার অনন্য মাধ্যম।

অনুবাদ বিভাগ

اَلْحَمْدُ لِلّٰه **দা'ওয়াতে ইসলামী** প্রায় ৮০টি বিভাগে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগানোতে সদা ব্যস্ত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র একটি বিভাগ হলো **"অনুবাদ বিভাগ"**। এই বিভাগের অধীনে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এবং মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব ও পুস্তিকা, মাসিক ফয়যানে মদীনা, সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার বয়ান ও অন্যান্য বিভাগের সাংগঠনিক বিষয়বস্তুর অনুবাদ করা হয়। এই বিভাগের অধীনে ১৬০০ এরও বেশি কিতাব ও পুস্তিকা বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করা হয়ে

গেছে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা ভাষী কোটি কোটি মানুষ এই কিতাব ও পুস্তিকা দ্বারা উপকৃত হচ্ছে। আপনারাও মাকতাবাতুল মদীনার এই কিতাব ও পুস্তিকা নিজেও পড়ুন এবং অপরকেও পড়ার উৎসাহ প্রদান করুন, সামর্থ অনুযায়ী পুস্তিকা বন্টনও করুন, اِنْ شَآءَ الله এর অসংখ্য বরকত নসীব হবে। **আল্লাহ পাক অনুবাদ বিভাগকে** আরো একনিষ্টতা সহকারে এই মহান কাজকে আরো বৃদ্ধি করার সৌভাগ্য নসীব করুন।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: **আল্লাহ পাক** যদিও পিতার হক সন্তানের জন্য খুবই মহান বলেছেন, এমনকি নিজের হকের সমানই উল্লেখ করেছেন: "اَنِ اشْكُرْ لِيْ وَ لِوَالِدَيْكَ (পারা ২১, লুকমান, ১৪) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো আমার এবং আপন মাতা পিতার।" কিন্তু সন্তানের হকও পিতার জন্য মহান রেখেছেন যে, পরম পুত্র ইসলাম, অতঃপর বিশেষ প্রতিবেশ, অতঃপর বিশেষ নৈকট্য, অতঃপর বিশেষ পরিবার, এসবের হকের সমষ্টি হয়ে সবচেয়ে বেশি বিশেষ বৈশিষ্ট রাখে এবং যেভাবে বিশেষ গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় তা অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে যায়। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৪/৪৫১)**

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে জিজ্ঞাসা করা হলো: ওলামায়ে দ্বীনরা কি বলেন এই মাসআলার ব্যাপারে যে, যায়েদ অনেক দিন ধরে অন্ধ হয়ে গেছে, দর্জির কাজ করে আর অনেক সেট কাপড় বিক্রির জন্য প্রস্তুত করে থাকে, যায়েদের পিতা মাল বিক্রির জন্য বাজারে দুই চার ঘন্টার জন্য যায় যে, পূর্ব থেকে তার অভ্যাস, শরয়ীভাবে এতে যায়েদের তো কোন

www.dawateislami.net

অপরাধ নাই। পিতার মাল সন্তানের খাওয়া হারাম নাকি হালাল? উভয়ের খোরাক একত্রে, পিতার হক সন্তানের উপর কতক্ষণ থাকে এবং সন্তানের পিতার প্রতি কতক্ষণ থাকে?

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যদি যায়েদের পিতা নিজের খুশিতে অভ্যাস বশত যায়, তবে যায়েদের কোন অপরাধ নেই, যদিও সৌভাগ্যের জন্য এটা যে, তাঁকে আরাম দেয়া এবং নিজে কাজ করা, তবে হ্যাঁ! যদি যায়েদ তাঁকে বাধ্য করে তবে অবশ্যই গুনাহগার ও নির্বোধ, পিতার মাল সন্তানের জন্য তাঁর সন্তুষ্টি অনুযায়ী হালাল, অন্যথায় হারাম, অংশীদার হোক বা পৃথক, পিতার হক সন্তানের উপর সর্বদা থাকবে, তেমনি সন্তানের পিতার উপর, তবে হ্যাঁ! অনেক হক সময় ভিত্তিক সীমাবদ্ধ থাকে যেমন; ছেলে যখন যুবক হয়ে যায় (তখন) পিতার উপর তার ভরনপোষণ ওয়াজিব নয়। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩/৫৪৫)

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: অধিক অনুগ্রহকারী হলো সেই, যে নিজের পিতার বন্ধুদের সাথে পিতা না থাকা অবস্থায় (অর্থাৎ পিতার ইন্তিকালের পর বা কোথাও যাওয়া অবস্থায়) অনুগ্রহ করে। (মুসলিম, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ ওয়াল আদব, ১০৬১ পৃষ্ঠা, হাদীস ৬৫১৫) অর্থাৎ যখন পিতা মারা গেলো বা কোথা চলে গেলো। (বাহারে শরীয়াত, ৩/৫৫১, ১৬তম অংশ) অপর হাদীসে রয়েছে: **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পিতামাতার সাথে সদাচরণের পদ্ধতিতে এটাও অন্তর্ভূক্ত করেন: وَاِكْرَامُ صَدِيْقِهِمَا অর্থাৎ তাঁর বন্ধুদের সম্মান করা। (আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, ৪/৪৩৪, হাদীস ৫১৪২)

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে জিজ্ঞাসা করা হলো: ছেলে তার পিতার অবাধ্যতা করে পিতার সমস্ত সম্পত্তি দখল করে নিলো এবং পিতার নিকট

দিন যাপন করার জন্য কিছু রাখলো না বরং পিতাকে অপমান ও অপদস্ত করার চেষ্টায় রয়েছে এবং **আল্লাহ পাকের** উদ্দেশ্যে পিতার আনুগত্য সম্পর্কে নিজের কথায় বলেছে যে, উক্ত অবস্থায় সে আল্লাহর বিপরীত বলেছে, সে কি আল্লাহকে অস্বীকার করলো নাকি করলো না? এবং আল্লাহর বাণীকে অস্বীকার করার কারণে শরীয়াতের হুকুম কি? আর সে কতটুকু গুনাহগার?

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: উল্লেখিত সন্তান ফাসিক, ফাজির, কবীরা গুনাহ সম্পাদনকারী (এবং) পিতার অবাধ্য আর সে আল্লাহর কঠিন আযাব ও গযবের অধিকারী, পিতার অবাধ্যতা **আল্লাহ পাকের** অবাধ্যতা আর পিতার অসন্তুষ্টি **আল্লাহ পাকের** অসন্তুষ্টি, মানুষ পিতামাতাকে সন্তুষ্ট করলে তবে তাঁরাই তার জান্নাত এবং অসন্তুষ্ট করলে তবে তাঁরাই তার দোযখ। যতক্ষণ পিতাকে সন্তুষ্ট করবে না, তার কোন ফরয, কোন নফল, কোন নেক আমল মূলত কবুল হবে না, আখিরাতের আযাব ব্যতীত দুনিয়ার জীবদ্দশাতেই কঠিন বালা অবতীর্ণ হবে, মৃত্যুর সময় مَعَاذَالله কলেমা নসীব না হওয়ার ভয় রয়েছে।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৪/৩৮৩-৩৮৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অনেক সময় পিতামাতার মাঝে কোন কারণে বিচ্ছেদ হয়ে যায়, এই অবস্থায় সন্তান প্রচন্ড দোদুল্যমান অবস্থায় লিপ্ত হয়ে যায় যে, মায়ের সঙ্গ দিবে নাকি বাবার, اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর উত্তম একটি উপায় বর্ণনা করেছেন, আসুন! শুনি:

www.dawateislami.net

পিতামাতার মাঝে বিচ্ছেদের অবস্থায় সন্তান কি করবে?

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কে আরয করা হলো: যদি পিতামাতার মাঝে বিচ্ছেদ হয়ে যায় তবে এমতাবস্থায় সন্তান কি করবে? তিনি বলেন: পিতামাতার মাঝে যদি বিচ্ছেদ হয়ে যায় তবে এমতাবস্থায় সন্তানের মা ও বাবা উভয়ের সাথে ন্যায় আচরণ করা উচিৎ। সন্তানকে এই বিষয়টি মাথায় রাখা উচিৎ, তালাক দেয়ার পর পিতা, পিতা হওয়া থেকে মুক্ত হয়ে যায় না বরং পিতাই থাকে, অতএব হক সমূহ আদায় করা জরুরী। যেহেতু সাধারণ ভাবে মা সন্তানদের উপর প্রভাব বিস্তার করে তাই এই সময়ে যুবক সন্তান মায়ের সঙ্গ দিয়ে পিতাকে ঘর থেকে বের করে দেয়। অনুরূপভাবে অনেক সময় বিচ্ছেদের পর মা সন্তানকে তার পিতার সাথে মেলামেশা করতে বাধা দেয়, এমনভাবে ধমক দেয় যে, যদি তোমার বাবার সাথে দেখা করো তবে দুধ ক্ষমা করবো না! এমতাবস্থায় সন্তানের উচিৎ, নিজের মায়ের আদেশ না মানা, লুকিয়ে পিতার সাথে সম্পর্ক রাখা এবং যদি পিতার টাকার প্রয়োজন হয় তবে তার জন্য নিজের পকেট ও কোষাগারের মুখ খোলা রাখুন, কেননা এরূপ করাতে **আল্লাহ পাক** তাকে সমৃদ্ধশালী করে দিবে। ঝগড়া বিবাদে যদি মা হকের উপর থাকে এরপরও পিতা রাগের বশে তালাক দিয়ে দেয় তবুও সন্তানকে পিতার সাথে সদাচরণ করা উচিৎ, অন্যথায় কিয়ামতের দিন তো দূরের কথা পিতামাতার অবাধ্যদেরকে দুনিয়াতেই শাস্তি দেয়া হয়।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه সমাজে এমনও প্রশংসাযোগ্য সন্তান রয়েছে, যারা পিতামাতার বিচ্ছেদের পরও ফ্যাসাদ থেকে বাঁচার জন্য মা থেকে লুকিয়ে পিতাকে আর্থিক সাহায্য করে থাকে এবং চিকিৎসার ব্যয়ও বহন করে

থাকে। মারও উচিৎ, তালাক ইত্যাদি হয়ে গেলে তবুও মনকে বড় রাখা এবং সন্তানকে পিতার অবাধ্যতার গুনাহে উদ্ভুদ্ধ না করা বরং সম্ভব হলে তো সন্তানকে এটা বুঝান যে, আমার ও তোমার পিতার মাঝে যা কিছু হয়েছে তা ভূলে যাও আর আমারও খেদমত করো এবং তোমার পিতারও খেয়াল রাখো। (মা বাপ লড়ে তো আউলাদ কিয়া করে? কিসত ১১, ২৪-২৫ পৃষ্ঠা)

পিতামাতা ঝগড়া করলে তবে সন্তান কি করবে?

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কে জিজ্ঞাসা করা হলো: পিতা যদি সন্তানদের সামনে মাকে মারে তবে এমতাবস্থায় সন্তানের কি করা উচিৎ? বললেন: পিতা যদি সন্তানদের সামনে তাদের মাকে মারে তবে তাদের ধৈর্যধারন করা উচিৎ। তাছাড়া এমতাবস্থায় সন্তানের উচিৎ যে, পিতাকে কলার ধরে মারার পরিবর্তে কৌশলে এবং নম্রতা সহকারে মা বাবার মধ্যে সমজোতা করিয়ে দেয়া এবং আত্মীয়দের মধ্যস্থতায় মাকে অত্যাচার থেকে রক্ষা করা। এর পাশাপাশি মাকে পিতার মার থেকে বাঁচানোর জন্য জায়িয পদ্ধতিও অবলম্বন করুন, যেমন; পিতা যখন মাকে মারতে আসে তখন মাঝখানে প্রতিবন্ধক হয়ে যান বা পিতাকে ধরে ফেলুন এবং বলুন যে, আমরা আপনাকে মারতে দিবো না ইত্যাদি। মনে রাখবেন! সন্তান জায়িয পন্থায় নিজের মাকে পিতার অত্যাচার থেকে বাঁচাতে পারবে কিন্তু তাদের পিতাকে এভাবে ধমক দেয়ার কোনভাবেই অনুমতি নেই যে, আমাদের মাকে মারলে তবে মাথা ফাটিয়ে দিবো আর ছাড়বো না, ইত্যাদি। (মা বাপ লড়ে তো আউলাদ কিয়া করে? কিসত ১১, ২৬ পৃষ্ঠা)

যদি পিতা দেখা সাক্ষাত ছেড়ে দেয় তবে সন্তান কি করবে?

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কে জিজ্ঞাসা করা হলো: যদি পিতা আরেকটি বিবাহ করে নেয় এবং প্রথম স্ত্রীর সন্তানদের সাথে দেখা সাক্ষাত করা ছেড়ে দেয় তবে এমতাবস্থায় সন্তান কি করবে? বললেন: এমতাবস্থায় প্রথম স্ত্রীর সন্তানরা ধৈর্যধারন করবে এবং নিজের পিতার সাথে দেখা করার চেষ্টা করবে। যদি সন্তান নিজের পিতার খেদমত করে তবে তিনিও অবশ্যই তাদের সাথে মেলামেলা রাখবে। যে সন্তান এরূপ বলে যে, বাবা আমাদের সাথে মেলামেশা করে না, তাই আমরাও আমাদের বাবার সাথে মেলামেশা রাখি না, যদি পিতা দুনিয়া থেকে চলে যায় তবে এই সন্তানই সম্পদের জন্য দৌড়াবে আর স্বপ্নেও পিতার রেখে যাওয়া সম্পদ নিতে অস্বীকার করবে না। যদি সন্তান ধনী এবং পিতা গরীব হয় তবুও সন্তানকে **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি এবং জান্নাত অর্জনের জন্য নিজের পিতার খেদমত করা উচিৎ।

(মা বাপ লড়ে তো আউলাদ কিয়া করে? কিসত ১১, ২৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জুতা পরিধানের সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর **"১০১ মাদানী ফুল"** পুস্তিকা থেকে জুতা পরিধানের সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (১) অধিকহারে জুতা ব্যবহার করো। কেননা, মানুষ যতক্ষণ জুতা ব্যবহার করতে থাকে, সে আরোহী হয়ে থাকে। (অর্থাৎ কম ক্লান্ত হয়)। **(মুসলিম, ১১২১ পৃষ্ঠা, হাদীস ২০৯৬)** (২) জুতা পরার আগে ঝেড়ে নিন যাতে পোকা

বা কংকর ইত্যাদি বের হয়ে যায়। (৩) **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তোমাদের কেউ যখন জুতা পরিধান করে, তবে ডান দিক থেকে শুরু করা উচিত এবং যখনই খুলে তবে বাম দিক থেকে শুরু করা উচিত। যাতে ডান পায়ের জুতা পরার সময় প্রথমে এবং খুলতে সবশেষে হয়।" **(বুখারী, ৪/৬৫, হাদীস ৫৮৫৫)**

ঘোষণা

জুতা পরিধানের অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং তা জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহন করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

www.dawateislami.net

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)

www.dawateislami.net

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।" **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم**:** যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। **(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**